AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit

Date : 05-05-2026 **Desk in Charge : SDG**
Time : 7-50PM **Edit. & Compile : DSS**
DEO : KB **NRT : DSS**
Announcement :- আকাশবাণী / খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে অস্বীকার মমতা ব্যানার্জীর। #বিধানসভা নির্বাচনে ষড়যন্ত্র করে এই ফল, অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর। তিনি বা তাঁর দল হারেননি, দাবী তাঁর।

২/ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভের পর নতুন সরকার গঠন ও শপথগ্রহণ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে।
#আগামী শনিবার নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিতে পারে।

৩/ বিজেপির সংসদীয় বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গে পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচনের জন্য বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে পর্যবেক্ষক নির্বাচন করেছে।

৪/ ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হিংসার খবর পাওয়া গেছে।

****

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের পরাজয় অস্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে তিনি রাজভবনে যাবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরদিন আজ কালীঘাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে মমতা মমতা অভিযোগ করেন, ভোটের ফলাফল, জনগণের মতামত নয়, ষড়যন্ত্র। কাজেই তিনি পদত্যাগ করবেন না।

(বাইট- মমতা/ পদত্যাগ নয়)

নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির আঁতাত নিয়ে'ও তোপ দাগেন মমতা। তাঁর দাবী, অন্তত ১০০টি আসনে জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আসল খলনায়কের ভূমিকা পালন করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে'ও প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং দলীয় কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তৃণমূল নেত্রী আরো অভিযোগ করেন, উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ- সর্বত্রই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের তাণ্ডব চলছে।

****

মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা ব্যানার্জী ইস্তফা দেবেন না বলে যে মন্তব্য করেছেন, তার সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র বিমল শঙ্কর নন্দ বলেছেন, পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে মমতা ব্যানার্জীর সরকার আর সাংবিধানিকভাবে পদে থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে নতুন সরকারকে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

(বাইট- বিমলশঙ্কর/ পদত্যাগ)

****

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তার দলের মানুষের ভোটের রায় মেনে নেওয়া উচিত বলে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য করেছেন। আজ কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানুষের রায়ে পরাজিত হয়েছেন। গণতন্ত্রে পরাজয় মেনে নিতে হয়। সুকান্তবাবু আরও জানান,

মুখ্যমন্ত্রী কেন পদত্যাগ করছেন না সে বিষয়ে তিনিই বলতে পারবেন। প্রয়োজনে রাজ্যপাল এবং অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থা এবিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। এপ্রসঙ্গে সুকান্ত বাবু বলেন, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি শুধুমাত্র ১২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সেই সময় দলের রাজ্য সভাপতি হিসেবে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন।

(বাইট-সুকান্ত/ মমতার পদত্যাগ)

এদিকে, CPIM কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **সুজন** চক্রবর্তী, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন। আকাশবাণীকে আজ তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জীর পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বরং বলা উচিত ছিল, একটিও হিংসার ঘটনা ঘটলে, তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করবেন।

(বাইট- সুজন)

****

নির্বাচন কমিশন, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অভিযোগ, সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে।

কলকাতা দক্ষিণের জেলা নির্বাচন আধিকারিকের এক বিবৃতিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কমিশনের নির্ধারিত সমস্ত বিধি ও নিয়ম মেনেই গণনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ডিইও-র রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্পূর্ণ গোটা গণনা প্রক্রিয়া ছিল সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বচ্ছ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা, প্রযোজ্য আইন ও বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে, প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক **মনোজ আগরওয়াল,** CCTV বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন, গণনার সময় এক মুহূর্তের জন্যও তা' বন্ধ করা হয়নি। তবে, গণনা প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জোরাজুরির কারণেই কিছুক্ষণের জন্য গণনা বন্ধ রাখা হয়। পরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে তাঁকে জানিয়ে পুনরায় গণনা শুরু করা হয়।

(বাইট- মনোজ আগরওয়াল)

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির যে অভিযোগ উঠেছে, তাকেও ‘কল্পনাপ্রসূত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে।

****

নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন বিধানসভা গঠনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালদের তা’ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

****

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠাতা নিয়ে জয়লাভের পর নতুন সরকার গঠন ও **শপথগ্রহণ** নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। **আগামী শনিবার** রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ গ্রহণ করতে পারেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা।

একটি প্রতিবেদন- (ভিসি- অভিরূপ)

এদিকে, রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে কার নাম মনোনীত করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা করতে শীঘ্রই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে আসবেন। বিজেপির সংসদীয় বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গে পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচনের জন্য বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **অমিত শাহকে পর্যবেক্ষক** নিযুক্ত করেছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিকে সহকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এছাড়া বৈঠক করা হবে নব নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে।

দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ৯ই মে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত হলে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সে বিষয়ে সকলকে অবগত করবেন।

অন্যদিকে, রাজ্যে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়লাভের পর দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন আজ দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়িতে পুজো দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই বিজেপি সরকার রাজ্যে সুশাসন আনতে পারবে। তিনি সর্বত্র শান্তি বজায় রাখারও আবেদন জানান।

****

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৩ টি আসনের মধ্যে **বিজেপি ২০৭ টি** আসনে জয়লাভ করেছে। **৮০'টি** আসনে জিতেছে **তৃণমূল কংগ্রেস**। এছাড়া কংগ্রেস ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২'টি ক'রে আসনে জিতেছে। একটি ক'রে আসনে জয় পেয়েছে CPIM এবং ISF ।

****

ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হিংসার খবর এসেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের দলিয় কার্যালয়ে আজ ভাঙ্গচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির লোকেরাই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালায় বলে তৃণমূলের অভিযোগ। যদিও ওই দলের পক্ষ থেকে তা' খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে, ভোটের ফল ঘোষণার আগে থেকেই জাহাঙ্গীর খানের কোনো হদিস নেই বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

জেলার **বারুইপুর** পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আজ উত্তেজনা ছড়ায়। গেটে বিজেপির পতাকা লাগানো এবং বাঁশ দিয়ে প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ ওঠে। বিজেপি নেতৃত্বের অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবী, তাদের দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই এই কাজ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পঞ্চায়েত অফিসে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর এলাকায় বিজেপির শাখা সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতিকে মারধোরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রসের

বিরুদ্ধে। সুশোভন দাস নামে ওই ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এদিকে, **হাড়োয়া** থানার খাস **বালান্দা গ্রাম** পঞ্চায়েতে বিজেপির বিজয় মিছিলের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তারিকূল আলম বাপীর লোকজন ওই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জলপাইগুড়ির বারোপেটিয়া গ্রামে, জয়ের আনন্দে মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে ছয়' বিজেপি কর্মীর ওপর তৃণমূল কংগ্রস প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত ওই ছয়' কর্মীকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির দাবীতে বিজেপি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে, অভিযোগ অস্বীকার করে কৃষ্ণ দাসের পালটা দাবী, তাঁর বাড়িতেই হামলা চালানো হয়েছে।

****

হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা এলাকায় SUCI কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির অফিস, দুষ্কৃতীরা গতরাতে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ সংযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় থানা, SDO ও SDPO-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিকেলে শ্যামপুর বাসস্ট্যান্ডে সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানানো হয়।

মুর্শিদাবাদে ফারাক্কার নুরুল হাসান কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জবরদখল সরিয়ে বিজেপি ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আজ স্থিতাবস্থা ফেরায়। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা, দলীয় পতাকায় সাজিয়ে তোলেন কলেজ চত্বর। ওই কলেজের জমি বিক্রি, অনিয়মিত পঠন-পাঠন সহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধক পরিবেশ ছিল বলে অভিযোগ।

পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল করে নেওয়া ও বিজেপির পতাকা লাগানো সহ বিভিন্ন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। এরই মধ্যে বিজেপির জয়ী প্রার্থী সৌমেন

কার্ফা নিজের এলাকায় মাইকিং করে অশান্তি এড়ানোর আবেদন জানান। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

এদিকে, **বর্ধমান শহরের** কালীবাজার এলাকায় তৃণমূল কার্যালয় থেকে একগুচ্ছ **রেশন কার্ড উদ্ধারের** অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই কার্যালয় থেকেই রেশন ও চাকরী সংক্রান্ত দুর্নীতি চালানো হত, এই দাবী তুলে বিজেপি কর্মীরা সেখানে বিক্ষোভ দেখান। পরে উত্তেজিত কর্মীরা, তৃণমূলের ব্যানার, ফেস্টুন, দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপি প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মী সংগঠন কর্মচারী যৌথ মঞ্চের রাজ্য সভাপতি অজয় ভুঁইঞা বিভিন্ন রাজ্য সরকারি দপ্তর থেকে মমতা ব্যানার্জি সরকারের পোস্টার, ব্যানার, ছবি, ফ্লেক্স খুলে ফেলার আবেদন জানিয়েছেন। নাহলে তাঁর সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা সেগুলি সরিয়ে দেবেন বলেও সতর্ক করে দেন তিনি।

****

রাজ্যে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল, কুলটি এবং রানিগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় দখল এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠছে ।

****

আইএসএল ফুটবলে আজ মুম্বাই ফুটবল এরিনায় ইস্টবেঙ্গল, মুম্বাই সিটি এফসির-র মুখোমুখি। একটু আগে পাওয়া খবরে জানা গেছে- মুম্বাই সিটি এফসি, এক শূণ্য-তে এগিয়ে আছে। ইস্টবেঙ্গল ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে লিগ তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে। চতুর্থ স্থানে থাকা মুম্বাই সিটির ১০ ম্যাচে পয়েন্ট ১৯ ।

****